জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি চাই

রব উরি

Rob Urie লিখিত Free Julian Assange and All Political Prisoners লেখাটি কাউন্টার পাঞ্চে প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিল ২০১৯। *সর্বজনকথার* জন্য অনুবাদ করেছেন ***কল্লোল মোস্তফা***। মূল লেখাটি পাওয়া যাবে এখানে : https://www.counterpunch.org/2019/04/11/free-julian-assange-and-all-political-prisoners/

মানব ইতিহাসে অকারণ ও বিচারবুদ্ধিহীন যত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, আমেরিকার ইরাক যুদ্ধ তার মধ্যে অন্যতম। মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অপরাধী ও নির্বোধদের দ্বারা পরিচালিত এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তুলে দেয়া হয়েছিল পেশাদার খুনিদের হাতে, যা এখনও চলমান। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে খুন হয়েছে লাখো মানুষ, সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছে, যার মধ্যে সিরিয়ার ১০ লক্ষাধিক উদ্বাস্তুও রয়েছে। ভেঙে যাওয়া ইরাকি সেনাবাহিনী থেকে জন্ম হয় আইএসআইএসের। এই মহা ব্যর্থ অভিযান সারা দুনিয়ার কাছে নিজের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যের ভারে ডুবন্ত এক মুমূর্ষু সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস হিসেবে হাজির হয়।

যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও তাঁর উইকিলিকসের সহকর্মীরা চেলসি ম্যানিংয়ের ফাঁস করা নথি ও ভিডিও প্রকাশ করেন, যেগুলোর মাধ্যমে অকারণ মার্কিন সহিংসতা সকলের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ভিডিওটিতে দেখা যায়, মার্কিন সৈন্যরা খুব যত্নের সাথে পদ্ধতিগতভাবে বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করছে, যাদের মধ্যে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের কর্মীরাও ছিলেন। ভিডিওটির শিরোনাম 'কোল্যাটারাল মার্ডার' হলেও এটা জায়েজ করা যায় এমন কোন হত্যাকাণ্ডের আনুষঙ্গিক ঘটনা হিসেবে ঘটেনি; রীতিমত নিশানা করেই মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়েছিল।

এই ভিডিও ফাঁসসহ বিভিন্ন অভিযোগে একটি মার্কিন গ্র্যান্ড জুরি অ্যাসাঞ্জকে অভিযুক্ত করেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমসসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র এই ফাঁস হওয়া নথি প্রকাশ করেছে, কিন্তু তাঁদের এখনও অভিযুক্ত করা হয়নি। এই বিচারের মহড়াটি মনে হচ্ছে ইরাক যুদ্ধের জন্য দায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিব্রত করার ঘটনার রাজনৈতিক প্রতিশোধ।

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ও লিবারেল প্রেস আড়াই বছর ধরে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ডিএনসি (ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কংগ্রেস)– এর ই-মেইল ফাঁস করার জন্য অ্যাসাঞ্জের কুৎসা রটনা করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি অভিযোগগুলোর মতই, এক্ষেত্রেও ফাঁস করা নথি ও ভিডিওর সত্যতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। মার্কিন সেনারা আসলেই বেসামরিক নাগরিকসহ রয়টার্সের কর্মীদের হত্যা করেছে, যাঁরা মার্কিনদের জন্য কোন হুমকিই ছিলেন না। হিলারি ক্লিনটনের প্রচারকর্মীরা আসলেই ডেমোক্রেটিক মনোনয়নের ক্ষেত্রে বার্নি স্যান্ডার্সের সাথে প্রতারণা করেছে এবং হিলারিও দর্শক-শ্রোতাদের চাহিদা অনুসারে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে একেকবার একেক কথা বলেছেন।

অ্যাসাঞ্জের রিপোর্ট যাঁদের অধঃপতনের বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছে অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী মূলত তাঁরাই। ইরাক যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ডেমোক্র্যাট ও লিবারেলদের তো যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার হওয়া দরকার। অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা অবৈধভাবে মার্কিন জনগণের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন, অপরাধের প্রামাণ্য ভিডিও টেপ অবৈধভাবে ধ্বংস করেছেন এবং কংগ্রেসের কাছে শপথ করে এ বিষয়ে মিথ্যা বলেছেন। তাহলে এখানে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের অপরাধটা কী?

অ্যাসাঞ্জ যা করেছেন তা হল ধনী ও ক্ষমতাবানদের অপরাধ উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাঁর কাজের পদ্ধতি নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অর্থ হল প্রক্রিয়াগত ত্রুটির সাথে অকারণ বেসামরিক নাগরিক হত্যার মত গুরুতর অপরাধের বিষয়টি গুলিয়ে ফেলা। ধনাঢ্য শ্বেতাঙ্গ মার্কিন নাগরিক ও নিউইয়র্ক টাইমসের কর্মীরা যদি এভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হতেন, তাহলে কি এই পদ্ধতিগত ত্রুটি নিয়ে তর্ক বাদ দিয়ে অপরাধীদের বিচারের দাবি উঠত না? কোন চশমা দিয়ে দেখলে অ্যাসাঞ্জ ও উইকিলিকসের ফাঁস করা অপরাধকে অপরাধ মনে হয় না? লক্ষ লক্ষ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে যে অকারণ যুদ্ধে, সেই যুদ্ধের প্রধান ক্রীড়নকদের কেন হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা হবে না?

যুদ্ধবাজ ডেমোক্র্যাট ও লিবারেলরা যেখানে আইন-কানুনের কোন তোয়াক্কা না করেই জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের বিচারের আয়োজন করছে, সেখানে মার্কিন অভিজাতদের অপরাধ সর্বসাধারণের দৃষ্টগোচর করার জন্য সারা দুনিয়ায় তিনি প্রশংসিত। অ্যাসাঞ্জের বিচারের মধ্য দিয়ে আসলে এলিটদের অপরাধ এবং সেই অপরাধ আড়াল করতে ক্ষমতার ব্যবহারের বিষয়টিই উন্মোচিত হবে। বেশির ভাগ মার্কিন নাগরিক মার্কিন সেনা কর্তৃক বেসামরিক মানুষ ও সংবাদমাধ্যমকর্মী হত্যার ভিডিওটি এখনও না দেখলেও এই বিচারকার্যের ফলে যে প্রচারণা হবে তাতে তাদের নিশ্চয়ই এ বিষয়ে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হবে।

ইরাক যুদ্ধ যেমন এক ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস, জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের বিচার তেমনি ক্রমশ ক্ষমতার লাগাম হারাতে থাকা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মরিয়া আচরণের প্রকাশ। অ্যাসাঞ্জ তো কেবল বার্তা বহন করেছেন। বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামো নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে।

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি চাই। সকল ক্ষমতা হোক জনগণের।